বিশেষ গুণাবলী

হিদায়াত ও দ্বীনের উপর চলার জন্য ৩ টি বিষয় জরুরী যথা ঃ ১) অন্তরের তলব। ২) আল্লাহ্ ওয়ালাদের সোহবত। ৩) দ্বীনি আদব।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য ৩ টি জিনিস জরুরী ঃ যথাঃ ১) দ্বীনি ইল্‌ম। ২) ইখলাস। ৩) অর্থকড়ি।

কু-দৃষ্টি ও মাখলুকের ভালবাসা থেকে মুক্তি লাভ এবং আলাহর ওলী হওয়ার জন্য ৪টি গুণ জরুরী ঃ ১) তাক্ওয়া হাসিল করা। ২) কোন মুত্তাক্বী বান্দার সোহ্বতে বার বার হাজির হওয়া বরং কিছুদিনের জন্য স্থায়ীভাবে সেখানে অবস্থান করা। ৩) সে মুত্তাক্বী বান্দার খেদমতে নিজের সকল অবস্থা বর্ণনা করা। অতঃপর তিনি যে পরামর্শ দেন তাহা পালন করা। ৪) তাঁহার পরামর্শে চলিতে যে কষ্ট হবে তাহা মানিয়া লওয়া।

(রূহ কি বিমারিয়া-ইলাজ-১২৩)

মুত্তাক্বীর গুণাবলী ঃ যে ব্যক্তি পাঁচটি কাজ করবে সে মুত্তাক্বী বলে গণ্য হবে। যে মুত্তাক্বী হবে সে আলাহর ওলী হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে। আর দুনিয়াতে তাহার নগদ ফায়দা সে কখনও রূজীর জন্য পেরেশান হবে না।

৫টি কাজ ঃ যথাঃ ১) সহীহ্ভাবে কুর-আন পড়বে। ২) এক মুষ্টি পূর্ণ করে দাড়ী রাখবে। ৩) পায়ের টাখনুর উপরে কাপড় পড়বে। ৪) চোখের নজরের হিফাজত করবে। ৫) অন্তরের ধ্যানের হিফাজত করবে।

যার আমল হবে জানদার তার জীন্দেগী হবে শানদার ঃ পাঁচটি বিষয় সহীহ্ হলে আমল জানদার হয়। যথাঃ

১) ইয়াক্বীন সহীহ্ হওয়া ঃ অর্থাৎ আল্লহ্ তায়ালার ওয়াদার উপর পরিপূর্ণ অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া।

২) জযবাহ্ সহীহ্ হওয়া ঃ আমল শুধুমাত্র আলাহর উদ্দেশ্যেই হওয়া। আমলে অন্যকিছু শামিল না হওয়া।

৩) ত্বরীকা সহীহ্ হওয়া ঃ আল্লহ্ তায়ালার আদেশ-নিষেধ পালন হুজুর (সাঃ) এর সুন্নাত মুতাবিক হওয়া।

৪) ধ্যান সহীহ্ হওয়া ঃ আমলের মধ্যে আল্লহ্ তায়ালার স্মরণ জাগ্রত থাকা।

৫) নিয়্যাত সহীহ্ হওয়া ঃ আমল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হওয়া।

দু'য়ার মাকবুল ওয়াক্ত ঃ দু'য়ার মধ্যে যখন রহ্মতে ইলাহীর নজর পড়ে তখন আল্লহ্ তায়ালার খাছ তাজাল্লী বর্ষিত হয় যাহার প্রভাবে অবস্থার পরিবর্তন হয় আর বান্দার দিল তড়পাইতে থাকে এবং অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে তখনই দু'য়া কবুলের মাকবুল ওয়াক্ত।

সম্পর্ক ঃ সম্পর্ক এক অমূল্য সম্পদ। সমস্ত জগতের চাকা ঘুরিতেছে সম্পর্কের কারণে যথাঃ স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক, পিতা–মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক, শিক্ষকের সাথে ছাত্রের সম্পর্ক, চিকিৎসকের সাথে রোগীর সম্পর্ক, ধনীর সাথে গরীবের সম্পর্ক, প্রধানের সাথে সাধারণের সম্পর্ক, বাদশাহের সাথে জনগণের সম্পর্ক পরিশেষে খালেকের সাথে মাখলুকের সম্পর্ক। এই জগতে সমস্ত আম্বীয়া (আঃ) গণের আগমনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দা যেন রবের পরিচয় লাভ করে আর একমাত্র তাঁহারই সাথে সম্পর্ক কায়েম করে।

রাস্তায় কিছু লোক একটি ছেলেকে মারপিট করছে, ছেলের পিতা খবর পেলে ছুটে যায় ছেলেকে মারপিট থেকে রক্ষা করতে। পিতা খবর পেলে একথা চিন্তা করে না যে আমার ছেলেতো দুষ্টু, হয়তো কিছু করেছে তাই তাকে মারছে । এতকিছু চিন্তা করার ধৈর্য তার থাকে না কারণ ছেলে তার নিজের। অতএব প্রথমে তাকে মারপিট থেকে রক্ষা করতে হবে তারপর দোষ-গুণ বিচার পরে হবে। আর এই চিন্তা পিতার মনে আসে সম্পর্কের কারণে। একজন বিচারপতির কাছে খবর আসল রাস্তায় খুব মারপিট হচ্ছে আপনি একটু দেখুন। বিচারপতি উত্তর দেন যে, রাস্তার মারপিট দেখার দায়িত্ব আমার নয় বরং রাস্তায় মারপিট করে যে আমার কাছে বিচার প্রার্থী হবে তার সাক্ষী প্রমাণে দোষীকে সাজা দেওয়া আমার দায়িত্ব। এমন সময় একজন বলল আপনার ছেলেকে মারছে, তখন বিচারপতি এই চিন্তায় বসে থাকবে না যে, আমার কাছে বিচার আসলে আমি দেখব বরং সব কাজ ছেড়ে তৎক্ষনাত ছেলের উদ্ধারের চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর এই ব্যস্ততা শুধু সম্পর্কের কারণে। এই রকম ভাবে বান্দা যখন রবের পরিচয় লাভ করে তাহার সাথে সম্পর্ক কায়েম করে তখন মহান রব বান্দার প্রতি রাজী হয়ে যান আর বান্দার সমস্ত জরূরত পুর্ণ করে থাকেন।